গাংনীতে অসহায় বৃদ্ধার ঘর মেরামত করে দিচ্ছে ‘কিশোরের ডাক

মেহেরপুরের যুব সমাজ আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভুমিকা রেখে চলেছে। তারা নির্যাতিত নিপিড়িত অসহায় মানুষের পাশেও দাঁড়িয়ে সমাজ গঠনে অনন্য অবদান রাখছে। এরই ধারাবাহিকতায় যুব সমাজ বয়োভারে বৃদ্ধ আব্দুল গনির পরিত্যক্ত বসত ঘরটি মেরামত করে দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওপাড়া নবীনপুর গ্রামের। মেরামত নয়,অসহায় বৃদ্ধ আব্দুল গনিকে একটি সরকারি পাকা ঘর দেবার দাবীও জানান তারা।

জানাগেছে, নওয়াপাড়া নবীনপুর গ্রামের আব্দুল গনি। বয়স ৯৫ বছর। পেশায় তিনি একজন দিনমজুর। দুই ছেলে তিন মেয়ের জনক। ছেলে ও মেয়েরা নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। বয়স বৃদ্ধির কারণে তাকে কেউ দিন মজুরের কাজে না নেয়ায় জিবন জীবীকার তাগিদে বেছে নিয়েছিলেন ঘটকালি পেশা। বিয়ের ব্যবস্থা করলে সেখান থেকে যা পাওয়া যেতো তাই দিয়ে চলতো সংসারের সব খরচ। এখন নিজেই নিজের কাছে ভারী হওয়ায় ঘটকালী পেশাটাও তার নেই। এদিকে নিজে ও স্ত্রী খাদিজা বেগম শ্বাস কষ্টের রোগী। কোন রকমে চেয়ে চিন্তে দ’মঠো ভাত জুটলেও জুটেনা রোগ থেকে নিরাময়ের ওষুধ। উপরন্ত বসত ঘরটি জরাজীর্ণ। পয়সার অভাবে সেটিও ঠিক করতে পারেন না আব্দুল গনি। ঝড় বৃষ্টি কিংবা প্রতিকুল আবহাওয়ায় এক রকম সংগ্রাম করেই টিকে থাকতে হয় তাদের। ঘরের ছাউনির টিন গুলি ফুটো হয়ে গেছে। চারিদিকের বেড়াও ভেঙ্গে পড়েছে। ঘরের চারদিক তাল পাতার ঠেকনা দেয়া। প্রচন্ড শীত আর কুয়াশায় ঘরে থাকা দায়। শীত আসলেই বাড়ে স্বাসকষ্ট। আব্দুল গনির এই করুণ অবস্থা দেখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন একটি স্বেচ্ছা সেবী সংগঠন। ‘কিশোরের ডাক’ নামের ওই সংগঠনটি ঘরের টিন আর বাঁশ দিয়ে মেরামত করার উদ্যোগ নেয়। সোমবার সকাল থেকে সংগঠনের সদস্যরা কাজে নেমে পড়েন। নিজ উদ্যোগে ঘরটি নতুন করে মেরামত করার কাজ শুরু করেন।

আব্দুল গনি (ওরফে গনি ঘটক) জানান, জিবনের অনেক মানুষের উপকার করেছেন। সম্পন্ন করেছেন দুই শতাধিক বিয়ে। গ্রামে গ্রামে ঘুরতে না পেরে সে পেশা ছেড়েছেন বছর পাঁচেক আগে । অর্থের অভাবে বসত ঘরটি মেরামত করতে পারেন নি তিনি। আব্দুল গনির স্ত্রী খদেজা বেগম